স্বাধীন ত্রিপুরার

চলৎ দণ্ডবিধি

(১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইনের সংশোধন যুক্ত)

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

ত্রিপুরা ১২৮০ সনের ৩য় নিয়মাবলী

অর্থাৎ

স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ড বিধি

(১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইনের সংশোধনযুক্ত)

Published by

Tribal Research and Cultural Institute

Govt. of Tripura, Agartala

● Published by :
Tribal Research and Cultural Institute

© All Rights Reserved by the Publisher

● Cover Design : Sibendu Sarkar

● First Edition : December, 2004

● Processing & Printing
Parul Prakashani
8/3, Chintamoni Das Lane
Kolkata–700009

● Price : Thirty Only.

ভূমিকা

'স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধি' শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রথম ছাপা হয়ে বেরোয় ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৪ খ্রিঃ) অর্থাৎ মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময়ে। এই রাজকীয় দণ্ডবিধিটি সম্ভবতঃ বহুকাল আগে থেকেই এ রাজ্যে প্রচলিত ছিল। কারণ ১২৮০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে নাকি এই বিধিটি তৃতীয়বারের জন্য সংশোধন করা হয়। তখন ছিল মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়কাল। এই বিধির চতুর্থবারের জন্য সংশোধন করা হয় ১৩২১ ত্রিপুরাব্দে (১৯১১ খ্রিঃ) অর্থাৎ তৎপুত্র বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে। এরপর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের পুত্র বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সময়ে এর সংশোধন হয় কিনা জানা যায় না। যাহোক, 'স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধিতে' স্বাধীন ত্রিপুরার অস্ত্র আইন, বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি ও উত্তরাধিকার বিষয়ক বিধি—এই তিনটি বিষয়ে আইনের ধারা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ত্রিপুরার রাজ-আমলের বিধি সম্পর্কিত এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাটি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের পরামর্শে রাজ্যের বিশিষ্ট গবেষক তথা সুলেখক শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের নিজস্ব গবেষণাগার (রমাপ্রসাদ গবেষণাগার) থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়। দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দপ্তরেরই লাইব্রেরীয়ান শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মা পুস্তিকাটির সম্পাদনা ও পুনর্মুদ্রণের কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই পুস্তিকাটি সহ আমরা ত্রিপুরার রাজ-আমলের শাসনবিধি সংক্রান্ত মোট ৮টি পুস্তিকা নিয়ে একটি

সিরিজ একই সঙ্গে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা আশা করি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-আমলের চলৎ দণ্ড বিধি বিষয়ক এই পুস্তিকাটি উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজ-আমলের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ সঞ্চারিত করবে।

তারিখ
অক্টোবর, ২০০৪

জীৎদাস ত্রিপুরা
(স্বাঃ জীৎদাস ত্রিপুরা)
অধিকর্তা, ত্রিপুরা উপজাতি
গবেষণা দপ্তর, আগরতলা

সূচিপত্র

❐ **স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ড বিধি**

- হেতুবাদ ১

❐ **স্বাধীন ত্রিপুরা অস্ত্র আইন**

- প্রথম ভাগ ৭
- দ্বিতীয় ভাগ (পরিভাষা) ৮
- তৃতীয় ভাগ (অস্ত্র ও বারুদাদি প্রস্তুত আমদানি এবং রপ্তানীকরণ) ৯
- চতুর্থ ভাগ (অস্ত্রাদি রক্ষা ও ব্যবহার ইত্যাদি) ১০
- পঞ্চম ভাগ (রূপান্তর, বিক্রয়, হস্তান্তর ও মেরামত করণ) ১২
- ষষ্ঠ ভাগ (রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স) ১৪
- **সপ্তম ভাগ (বর্জ্জিত ব্যক্তিগণ)** ১৫
- **অষ্টম ভাগ (পুলিশ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা** ১৬
- **নবম ভাগ (অপরাধ ও শাস্তি)** ১৯
- **দশম ভাগ (সাধারণ)** ২২

❐ **স্বাধীন ত্রিপুরা বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি**

- হেতুবাদ .....
- প্রথম অধ্যায় (পরিভাষা) ২৫
- দ্বিতীয় অধ্যায় (সংজ্ঞা) ২৬
- তৃতীয় অধ্যায় (বনজবস্তু আহরণ এবং উহার মাশুলের বিষয়) ২৭
- চতুর্থ অধ্যায় (বনজবস্তু সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ডের বিষয়) ২৮
- পঞ্চম অধ্যায় (কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার বিষয়) ২৯
- ষষ্ঠ অধ্যায় (বিবিধ বিষয়) ৩০
- ঘোষণা পত্র ৩২

❐ ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারিদের সার্টিফিকেট বিষয়ক

- লেজিশলেটিভ কাউন্সিল আফিস ৩৪
- ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২ আইন ৩৫

❐ স্বাধীন ত্রিপুরার মন্ত্রী আফিস রাজস্ব বিভাগ

- সারকুলার নং ১ ..... ৪১
- সারকুলার নং ২ ..... ৪৪
- সারকুলার নং ৩ ..... ৪৬
- সারকুলার নং ৪ ..... ৪৮

ত্রিপুরা ১২৮০ সনের ৩য় নিয়মাবলী
অর্থাৎ
স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ড বিধি

(১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইনের সংশোধনযুক্ত)

হেতুবাদ

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যাধিকারের ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ হইল। অতএব শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের হুজুর হইতে হুকুম হইল যে, ঐ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করা যায় ও তাহার আদেশ আগামী মাস অবধি ফৌজদারী সমস্ত অপরাধে খাটিবেক। ইতি ২৯ কার্ত্তিক ১২৮০ সন ত্রিপুরা।

১। বিরক্তজনক কটু বাক্য অথবা অপরাধসূচক কথা কেহর বিরুদ্ধে তাহার সাক্ষাৎ কহিলে ৫০৲ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে ১ মাসের অনধিক কয়েদ হইবেক। ঐ মত কথা অসাক্ষাতে কহিলে ও তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা ঐ কথা পাঠ হওয়ার নিমিত্ত বা কেহর জানিবার নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিলে ঐ শাস্তি পাইবেক।

২। উক্ত ধারামতে দণ্ডহউক বা না হউক, ঐ অপরাধঘটিত মানহানির ক্ষতির বাবদ দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবেক না।

৩। অসদ্ভাবে কেহর কোন প্রকারের বস্তু অন্য ব্যক্তি নষ্ট করিলে অথবা বলপূর্বক অপহরণ করিলে ২৫৲ টাকার অনধিক জরিমানা দিবেক ও তাহা না দিলে বিনাশ্রমে ১৫ দিবস কারাবদ্ধ থাকিবেক ও এই দণ্ডের দ্বারা ঐ বস্তুর প্রকৃত মূল্য পাওয়ার দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবেক না।

৪। কেহর কোন অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে লোক সংগ্রহ করিলে অথবা করাইলে ও কোন প্রকারের মাইর পীট করিলে যাহাতে কোন ব্যক্তির জখম বা আঘাতের চিহ্ন অঙ্গেতে না হয় তাহাতে অপরাধী ব্যক্তিরা ৩ মাসের অনধিক কারাবদ্ধ হইবেক। অথবা ১০০৲ টাকা জরিমানা দিবেক অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক।

৫। ঐ অপরাধের নিমিত্ত শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারিবেক ও তাহা দিলে বিনাশ্রমে ও না দিলে শ্রমসহ কয়েদ থাকিবেক।

৬। ঐ মত কার্য্যে কোন ব্যক্তির জখম বা শরীরে আঘাতের চিহ্ন হইলে, অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা অবস্থা বিবেচনায় ৬ মাসের অনধিক বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ হইবেক, অথবা ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা দিবেক ; কিম্বা উভয় শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক। ও পরিশ্রমের সম্বন্ধে ৫ ধারার নিয়ম খাটিবেক, কিন্তু ঐ জরিমানা ১০০৲ টাকার অনধিক হইবেক।

৭। ঐ রূপ আঘাতের দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রাণ নষ্টের সম্ভাবনা থাকিলে ৭ বৎসেরর অনধিককাল' শ্রমসহ কয়েদ হইবেক।

৮। ঐ রূপ আঘাত দ্বারা কোন ব্যক্তি বধ হইলে অপরাধী অধিক থাকিলে ও যে ব্যক্তির আঘাতে বধ হয় তাহার নির্ণয় না হইলে ১৪ বৎসরের অনধিকশ্রমসহ কয়েদ হইবেক ও বধকারী নির্ণয় হইলে সে যাবজ্জীবন শ্রমসহ কারাবদ্ধ থাকিবে।

পুলিশ ধর্ত্তব্য জামিনের অযোগ্য

*৯। (i) যদি কেহ অসদভিপ্রায়ে কোন স্ত্রীলোককে তাহার সম্মতি বিনা কিম্বা সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহার আইনমতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা থাকে তাহার সম্মতি বিনা, স্বাধীন ত্রিপুর রাজ্যের সীমার বাহিরে প্রেরণ করে, বা বলপূর্ব্বক কিম্বা ফুসলাইয়া বা কোন প্রতারণা দ্বারা প্রবৃত্তি দিয়া কোন স্ত্রীলোককে কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, অথবা ঐরূপ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গে ঐ স্ত্রীলোক বাধ্য হইবে জ্ঞানে স্থানান্তরিত করে, বা কোন স্থানে গোপন রাখে, বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার ১ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। তাহার অনধিক ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

(ii) যে স্ত্রী অন্যের পত্নী ও যাহাকে অন্য পুরুষের পত্নী বলিয়া জানা যায় কি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, এমত স্ত্রীকে অবৈধমতে কেহ পুরুষ সংসর্গ করিলে বা করাইলে, অথবা তাহাকে আপন স্বামী হইতে বা স্বামীর পক্ষে ঐ স্ত্রীর কোন রক্ষক হইতে বলপূর্ব্বক বা ফুসলাইয়া বা প্রতারণা করিয়া বিবাহ করিলে বা করাইলে, তাহার তিন বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে। তাহার অনধিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

পুলিশ ধর্ত্তব্য জামিনের অযোগ্য

* ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের চলৎ বিধি সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ের ১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইনের ২ ধারায় বিধানমতে উক্ত বিধির ৯ ধারার পরিবর্ত্তে সন্নিবিষ্ট হইল। সাবেক ৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান ছিল।

পরের স্ত্রী বা কন্যা তাহার সম্মতিতে অপহরণ করিলে ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ ও ১০০ টাকার অনধিক জরিমানা হইবেক। তাহা না হলে আরও ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ থাকিবেক ও শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ টাকার অনধিক জরিমানা দিবেক। তাহা না দিলে শ্রম করিবেক। ঐ স্ত্রী কন্যার অসম্মতিতে ঐ অপরাধ করিলে উক্ত শাস্তির দ্বিগুণ হইবেক।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় পত্নী ও স্ত্রী শব্দে বিবাহিতা সধবা স্ত্রীলোকমাত্রকে বুঝাইবে।

১০। পরস্ত্রী বা কন্যা গমন করিলে ও অপগর্ভ নষ্ট করিলে তাহাদের ইচ্ছাতে হইলে ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ ও ১০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে আরও ১ বৎসর অনধিক কয়েদ হইবেক। অনিচ্ছাতে হইলে বা বলপূর্ব্বক হইলে ২ বৎসরের অনধিক কয়েদ ও ২০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে আরও ২ বৎসরের অনধিক কয়েদ হইবেক। শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ টাকার অনধিক জরিমানা দিবেক, না দিলে শ্রম করিবেক। ঐ ঐ কার্য্য দ্বারা যাহার বা যাহাদিগের মানের হানি হয়, তাহার কি তাহাদিগের মানহানির ক্ষতিপূরণের নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইতে ঐ দণ্ডের দ্বারা বাধা হইবেক না।

১১। অসদ্ভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের কোন বস্তু তাহার অসাক্ষাতে বা অজ্ঞাতে অপহরণ করিলে নিম্নলিখিতমত দণ্ডনীয় হইবেক ;

১ প্রকরণ। ঐ বস্তু ১০ টাকার অনধিক মূল্যের হইলে ১ মাসের অনধিক কয়েদ।

২ প্রকরণ। ১০৲ অধিক ৫০৲ অনধিক হইলে ৬ মাসের অনধিক কয়েদ।

৩ প্রকরণ। ৫০্ অধিক ১০০্ অনধিক হইলে ১ বৎসেরর অনধিক কয়েদ।

৪ প্রকরণ। ১০০্ অনধিক ২০০্ অনধিক হইলে ২ বৎসরের অনধিক কয়েদ।

৫ প্রকরণ। ২০০্ অধিক ৫০০্ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ।

৬ প্রকরণ। ৫০০্ অধিক যত মূল্যের মাল হয়, তাহাতে ৫ বৎসরের অনধিককাল কয়েদ।

৭ প্রকরণ। ঐ সমস্ত অপরাধের সম্বন্ধে উপযুক্তমত জরিমানা শ্রমের পরিবর্ত্তে দাখিল করিলে বিনাশ্রমে, নচেৎ শ্রমসহ কয়েদ থাকিবেক। ঐ জরিমানা বিচারক অবস্থা দৃষ্টে নির্দ্ধারণ করিবে।

১২। গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ অপরাধ করিলে ঐ অপরাধ গুরুতর জ্ঞান হইবেক।

১৩। বলপূর্ব্বক ডাকাতি বা রাহাজানি করিলে, মালের মূল্য ১০০্ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ, ৫০০্ টাকার অনধিক মূল্যের বস্তু হইলে ৫ বৎসরের অনধিক কয়েদ, তাহার ঊর্দ্ধ মূল্যবান বস্তু হইলে ১০ বৎসরের অনধিক শ্রমসহ কয়েদ হইবে। এবং গৃহ দাহপূর্ব্বক অনষ্টি করিলেও ঐ ঐ প্রকারের অপরাধ হইবে।

১৪। ঈর্ষাক্রমে অপরাধঘটিত যে কোন কার্য্য দ্বারা অন্য ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ হয়, ঐ মত অপরাধের দণ্ডবিধান স্পষ্টরূপে এই নিয়মাবলীতে ধার্য্য হইলেক না। ঐরূপ অপরাধ কোন ব্যক্তি করিলে ৬ মাসের অনধিক কয়েদ ও ২০০্ অনধিক জরিমানা, না দিলে আরও ৬ মাসের অনধিক কয়েদ হইবে। অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক ও শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫্ টাকার অনধিক, না দিলে শ্রম করিবেক।

১৫। যাহাতে কেহর অনিষ্ট বা অপকার বা কোন ব্যক্তির উপকার হইতে পারে এমত কথা শপথপূর্ব্বক মিথ্যা বলিলে কি বলাইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ অথবা ১০০০্ টাকার অনধিক জরিমানা, বা উভয় দণ্ড হইবেক। শ্রমের পরিবর্ত্তে ৫০্ টাকার অনধিক জরিমানা না দিলে শ্রম করিবে।

১৬। কোন ব্যক্তির অনিষ্ট বা অপকার বা উপকার হওয়ার মনস্থে কোন লিপি বা তাহার কোন অংশ কৃত্রিম করিলে ১৫ ধারামতে শাস্তি পাইবে।

১৭। একের পশু দ্বারা অন্যের কোন কৃষি বা বাটী ও গৃহাদির কোন প্রকার কিছু ক্ষতি হইলে পশুর অধিকারী নিম্নলিখিত মত দণ্ডগ্রস্ত হইবে ও উক্ত

দণ্ডের টাকা না দিলে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা খরচসহ পরিশোধ হইবেক। এতদ্দ্বারা ক্ষতিপূরণের দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবেক না।

হস্তী	...	...	২৲
বড় ঘোড়া	...	...	১৲
ঐ ছোট	...	...	॥০
বড় মহিষ	...	...	১৲
ঐ ছোট	...	...	॥০
বড় গরু	...	...	॥০
ঐ ছোট	...	...	।০
মেষ ও ছাগলাদি		...	।০
ঐ ছোট	...	...	৵০

*১৮। কোন ব্যক্তি দিবাভাগ (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত) জুইত (ফোর) পাতিলে বা রাখিলে তাহার অনধিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা সশ্রম অনধিক দুই মাস কারাদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে।

পুলিশ ধর্ত্তব্য জামিনের যোগ্য।

*১৯। যদি কোন ব্যক্তি দিবাভাগে জুইত (ফোর) পাতা রাখিয়া বা রাত্রিকালে দুঃসাহসিকতা বা অমনোযোগীতার সহিত জুইত পাতিয়া কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায় তবে সেই ব্যক্তির ৬ ছয় মাসের অনধিককাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবে, কিম্বা অনধিক ২০০৲ দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি উভয়বিধ দণ্ড হইবে।

পুলিশ ধর্ত্তব্য জামিনের অযোগ্য।

*২০। কোন ব্যক্তি দিবাভাগে জুইত (ফোর) পাতা রাখিয়া বা রাত্রিকালে দুঃসাহসিকতা কি অমনোযোগীতার সহিত জুইত (ফোর) পাতিয়া অন্যের মৃত্যুর কারণ হইলে তাহার অপরাধযুক্ত নরহত্যার সমান অপরাধ না হইলে তাহার এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কয়েদ কিম্বা অনধিক ৩০০৲ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কি উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে।

পুলিশ ধর্ত্তব্য জামিনের আযোগ্য।

---

* ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের চলৎ দণ্ড বিধি সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ক ১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে, উক্ত বিধির ১৭ ধারার পর ১৮।১৯।২০ ধারাগুলি সন্নিবিষ্ট হইল। মহামান্য অমাত্য সভার ১৩২১ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ তারিখের প্রস্তাবানুসারে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের আদেশে ১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইন মঞ্জুর হইয়াছে।

স্বাধীন ত্রিপুরা

অস্ত্র আইন

প্রস্তাবনা

যেহেতু স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অস্ত্র, বারুদাদি ও অন্যবিধ যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত যাবতীয় নিয়মাবলী ও আইনের সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা ঘটিয়াছে, অতএব তত্তাবতের পরিবর্ত্তে লিখিত আইন বিধিবদ্ধ করা হইল ;—

প্রথম ভাগ

১। এই আইন ১৩২১ ত্রিং সনের "অস্ত্র আইন" নামে অভিহিত হইবে এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক মঞ্জুরী অন্তে ষ্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে এ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবলগণ্য হইবে।

২। গত ১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের অস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এবং এরাজ্যে বর্ত্তমানে বস্ত্র, বারুদাদি ও অন্যবিধ যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে অপর যে সমুদয় নিয়ম, বিধি, আইন বা আদেশ প্রচলিত আছে, এই অস্ত্র আইন দ্বারা তত্তাবৎ রদ ও রাহত গণ্য হইবে, কিন্তু প্রোক্ত কোন আইন, নিয়ম, বিধি বা আদেশের অনুবলে এই আইন সম্মত কোন অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে বা কোন অনুমতিপত্র, লাইসেন্স বা ফরমাদি প্রচারিত হইয়া থাকিলে তাহা এই আইনানুসরে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। উক্ত প্রকার অনুমতি, অধিকার, ক্ষমতা, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স বা ফরমাদি নির্দ্ধারিত ম্যাদকাল বলবৎ থাকিবে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ম্যাদের অভাবস্থলে এই আইন প্রচলনের পর ৬ মাস কাল প্রবল গণ্য থাকিবে।

দ্বিতীয় ভাগ

পরিভাষা

৪। কোন স্থলে প্রয়োগানুসারে অসঙ্গত না হইলে নিম্নলিখিত প্রত্যেক শব্দ তৎপার্শ্বলিখিত অর্থবোধক হইবে ;—

"অস্ত্র" ঃ—

(ক) সর্ব্বপ্রকার (১) কামান, (২) বন্দুক, (৩) পিস্তল বা (৪) বারুদাদির সাহায্যে প্রাণনাশক বা শারীরিক অনিষ্টকারক অন্য কোন শ্রেণীর আগ্নেয়াস্ত্র অথবা (৫) এই সকল অস্ত্রের কোনটীর বারুদাদির সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী কোন অংশ।

(খ) তলোয়ার, কিরিচ, বেয়নেট ও গুপ্তি।

(গ) উপরোক্ত (ক) ধারা বর্ণিত অস্ত্রাদি বা ..... স্তুতের কোন বিশেষ যন্ত্র।

"বারুদাদি" ঃ—

(ক) কামান, বন্দুক, পিস্তল বা অন্য কোন প্রাণনাশক আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বপ্রকার বারুদ এবং কার্ট্রিজ। (খ) ডিনামাইট, গানকটন প্রভৃতি যাবতীয় সাংঘাতিক বিস্ফোরক দ্রব্য। (গ) উপরোক্ত সর্ব্বপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বপ্রকার গোলা, গুলি, ছিটা ও ক্যাপ্।

"যুদ্ধোপকরণ" ঃ—

যাবতীয় অস্ত্র ও বারুদাদি বা যুদ্ধের উপযোগী অন্য যে কোন সরঞ্জাম বা রাজমন্ত্রী স্টেট গেজেটে ঘোষণা দ্বারা যে কোন দ্রব্যকে যুদ্ধোপকরণ নির্দ্দেশ করেন তাহা।

বর্জ্জিত বিধি—রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক ষ্টেট গেজেটে ঘোষণা দ্বারা স্পষ্টরূপে নিদ্ধারিত না হইলে সম্ভবমত পরিমাণ আমশ্রিত সোরা, গন্ধক বা সীসা "বারুদাদি" বা "যুদ্ধোপকরণ" সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য—এই আইনের যে যে স্থলে "সম্ভবমত পরিমাণ" বা "সম্ভবমত সংখ্যা বা সম্ভবমত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তত্তৎস্থলে "সম্ভবমত" কি তাহা সময় সময় রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"লাইসেন্স"—যে অনুমতি পত্রের অনুবলে এই আইনানুসারে কোন অস্ত্র,

বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার অধিকার প্রদত্ত হয় তাহাকে লাইসেন্স বলা যাইবে।

"বিভাগীয় আফিস"—বিভাগীয় আফিস শব্দে এ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত কোন বিভাগের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের অথবা রাজমন্ত্রী বা প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"স্থায়ী অধিবাসী"—এ রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী শব্দে যে কোন পুরুষানুক্রমে পুত্র পরিবারাদিসহ স্থায়ীভাবে এ রাজ্যে বসত করিতেছে বা এরূপ বসত করিবার উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক অন্ততঃ অবিচ্ছিন্নরূপে ৭ বৎসর কাল সপরিবারে বসত করিয়া আসিতেছে তাহাকে বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যক্তি এ রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী কিনা তাহা নির্ণয় করিবার কালে ভিন্ন রাজ্যে তাহার নিজের কোন আবাস স্থল আছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিরাভসূত্রে ভূমি চাষ করিবার উদ্দেশ্যে খামার বা অন্যবিধ সামরিক বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কেন এ রাজ্যে অস্থায়ীরূপে বাস করিলে তাহাকে "স্থায়ী অধিবাসী" গণ্য করা যাইবে না কোন ব্যক্তি এ রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী কিনা, তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা রাজমন্ত্রীর উপর নির্ভর করিবে।

"রাজমন্ত্রী"—এ রাজ্যের শাসন বিভাগের যে কোন লকববিশিষ্ট সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী।

"ম্যাজিষ্ট্রেট"—বিভাগীয় প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা রাজমন্ত্রী বা বিভাগীয় প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।

"পলিটিক্যাল এজেন্ট"—ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এ রাজ্যের রাজনীতিক সংশ্রব তত্ত্বাবধায়ক উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারী বা উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহার কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী। (Assistant)

তৃতীয় ভাগ

অস্ত্র ও বারুদাদি প্রস্তুত, আমদানী এবং রপ্তানী করণ

৫। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ব্যতীত, কিম্বা প্রাপ্তলাইসেন্স বা অনুমতিপত্রের ব্যতীক্রমে কোন অস্ত্র, বারুদাদি অথবা অন্য কোন প্রকার

যুদ্ধোপকরণ, বাণিজ্য উদ্দেশ্যে কিম্বা নিজ প্রয়োজন প্রস্তুত ভিন্নরাজ্য হইতে আমদানী অথবা এরাজ্য হইতে ..... পারিবে না।

কিন্তু এতদ্বারা ভিন্ন রাজ্যের কোন আইন সম্মত অধিকার মূলে ভিন্ন রাজ্যে ব্যবহারার্থ কোন আইন সম্মত অধিকার মূলে বা উক্ত প্রকার আইন সম্মত অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে ভিন্ন রাজ্যের আইন সম্মত অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এরাজ্যে কামান ব্যতীত কোন অস্ত্র বা বারুদাদির সাময়িক আমদানীর বাধা ঘটিবে না।

৬। কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্যে অস্ত্র ও বারুদাদি অথবা অন্য কোন যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত, আমদানী বা রপ্তানী করিবার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলে তাহাকে নিদ্ধারিত ফরমে সংসৃষ্ট অস্ত্র ও বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণের রেজিষ্টরী রক্ষা করিতে হইবে। উক্ত রেজিষ্টরী এবং রেজিষ্টরী ভুক্ত দ্রব্যাদি বা তৎসংসৃষ্ট অন্য কাগজাত সময় ২ পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কিম্বা তদূর্দ্ধ পদের পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং রাজমন্ত্রীর বিশেষ আদেশে নিষিদ্ধ না হইলে উক্ত দ্রব্যাদি ও কাগজাত তৎকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

চতুর্থ ভাগ

অস্ত্রাদি রক্ষা ও ব্যবহার ইত্যাদি

৭। এ রাজ্যের কোন স্থায়ী অধিবাসী তাহার নিজ ব্যবহারের জন্য নিজ অধিকারে কামান ও পিস্তল ব্যতীত কোন আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে যে বিভাগের এলাকায় তাহার বাসস্থান, বিভাগীয় আফিসে নিম্নলিখিত ২৩ ধারার বিধানানুসারে উক্ত অস্ত্র .... করাইতে হইবে।

৮। ..... স্থায়ী অধিবাসী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এ রাজ্য মধ্যে কোন অস্ত্র বা বারুদাদি স্বীয় অধিকারে রক্ষা করিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে অথবা এ রাজ্যের কোন স্থায়ী অধিবাসী এ রাজ্য মধ্যে কোন প্রকারের পিস্তল বা পিস্তলে ব্যবহারোপযোগী কার্ট্রিজ স্বীয় অধিকারে রক্ষা করিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে তজ্জন্য নিম্নলিখিত ২৪।২৫ ধারার বিধানানুসারে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। প্রোক্ত ৭।৮ ধারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতীত বা ৮ ধারা বর্ণিত কোন লাইসেন্সের ব্যতীক্রমে উক্ত ধারাদ্বয়ে বর্ণিত কোন অস্ত্র ও বারুদাদি কেহ এ রাজ্য মধ্যে রক্ষা বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১০। প্রোক্ত ৪ ধারার বারুদাদি সংজ্ঞান্তর্গত (খ) প্রকরণের ডিনামাইট, গানকটন প্রভৃতি যাবতীয় সাংঘাতিক বিস্ফোরক দ্রব্য এবং যুদ্ধোপকরণ সংজ্ঞান্তর্গত অস্ত্র ও বারুদাদি ব্যতীত অন্য যাবতীয় দ্রব্য কেহ স্বীয় অধিকারে রক্ষা করিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে তজ্জন্য তাহাকে নির্দ্ধারিত ফরমে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। কোন ব্যক্তির রক্ষণায় যদি এরূপ কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণ থাকে, যাহা প্রাপ্ত লাইসেন্সের সময়াতীতে বা প্রাপ্ত লাইসেন্স রদ বা রহিত হওয়া বশতঃ বা যথাসময় রেজিষ্ট্রেশন অভাবে অথবা কোন আইন বা আইন সম্মত আদেশের অনুবলে, কিম্বা অন্য কোন আইন সম্মত কারণে উক্ত ব্যক্তি রক্ষা বা ব্যবহার করিতে অধিকারী নহে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অগৌণে উক্ত অস্ত্রাদি নিকটবর্ত্তী পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২। এই আইনের কোন বিধানানুসারে কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণ রক্ষা করিতে অধিকারী না হইলে অথবা স্বীয় আইন সম্মত অধিকারের ব্যতীক্রমে, কেহ কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণসহ গমনাগমন করিতে পারিবে না।

১৩। কোন রেজিষ্টরীকৃত অস্ত্র যাহার নামে রেজিষ্টরী আছে, উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার একান্নবর্ত্তী পরিবার..... বা ভৃত্য রক্ষা এবং ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রাদি লাইসেন্সমূলে অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং অথবা উক্ত লাইসেন্সভুক্ত তাহার কোন সহকারী বা অনুচর রক্ষা বা ব্যবহার করিতে পারিবে।

পঞ্চম ভাগ

রূপান্তর, বিক্রয়, হস্তান্তর ও মেরামত করণ

১৪। এই আইনের বিধনানুসারে কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য কোন যুদ্ধোপকরণ রক্ষা বা ব্যবহার অথবা বিক্রয় করিতে অধিকারী কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকার অধিকারী অপর কোন ব্যক্তির নিকট সম্ভবমত অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবে।

১৫। এই আইনের অন্য কোন বিধানের দ্বারা বাধার কারণ না ঘটিলে এই রাজ্যে অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য কোন যুদ্ধোপকরণ রক্ষা ও ব্যবহার করিতে অধিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন রাজ্যের কোন আইনানুসারে উক্ত প্রকার অধিকারী কোন ব্যক্তির নিকট উভয়ের অধিকার সম্মত কোন অস্ত্রাদি বিক্রয় বা এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে উভয়ের অধিকার সম্মত কোন অস্ত্রাদি খরিদ করিবার বাধা হইবে না। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে একতরের প্রচলিত আইন সম্মত অধিকারের অভাবস্থলে খরিদ, বিক্রয় হইতে পারিবে না।

১৬। *২৩ ধারার বিধানানুসারে রেজিষ্টরীকৃত কোন অস্ত্র বিক্রীত হইলে* বিক্রেতা স্বয়ং বা তৎপক্ষীয় কোন ব্যক্তি এবং খরিদদার বা তৎপক্ষীয় কোন ব্যক্তি সংসৃষ্ট অস্ত্রসহ বিভাগীয় আফিসে উপস্থিত হইয়া খরিদ বিক্রয়ের বিবরণ দরখাস্ত দ্বারা জ্ঞাপন করিবে। এইরূপ দরখাস্ত দাখিল হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট আবশ্যকীয় অনুসন্ধানান্তে খরিদ ও খরিদদারের ..... রেজিষ্টরীতে নোট করিবেন অথবা কোন প্রকার সন্দেহ বা ..... লিপিবদ্ধ করিয়া অন্য কোন প্রকার আইন সম্মত আদেশ প্রদান করিবেন।

১৭। এই আইনের বিধানানুসারে প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের বিষয়ীভূক্ত কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ উপরোক্ত ১৪ ও ১৫ ধারার বিধানানুসারে বিক্রীত হইলে বিক্রেতা অগৌণে বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সমীপে তৎস বাদ এবং খরিরদারের নাম ধামাদি বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাপন করিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বা অনুমতি ভিন্ন অথবা প্রাপ্ত লাইসেন্স বা অনুমতি পত্রের ব্যতিক্রমে কোন অস্ত্র রূপান্তর বা অস্ত্র বারুদাদি বা অন্য কোন যুদ্ধোপকরণ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে কোন স্থানে মজুত বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে সজ্জিত রাখিতে পারিবে না।

বর্জ্জিত বিধি—মেরামত জন্য সামান্য পরিবর্ত্তন "রূপান্তর" পদ বাচ্য হইবে না।

১৯। কোন ব্যক্তি বাণিজ্য উদ্দেশ্যে অস্ত্র ও বারুদাদি বা অন্যবিধ যুদ্ধোপকরণ বিক্রয় জন্য দোকান রক্ষা করিলে তাহাকে তজ্জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত ফরমে লাইসেন্সের বিষয়ীভূত দ্রব্যাদির রেজিষ্টরী ও হিসাব রক্ষা করিতে হইবে। এই দ্রব্যাদি ও কাগজাত পরীক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে উপরোক্ত ৬ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২০। অস্ত্রাদি মেরামতের জন্য কোন দোকান স্থাপিত হইলে তজ্জন্য দোকানদারকে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু এরূপ দোকান স্থাপনের অভিপ্রায় লিখিতভাবে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জ্ঞাপন করিতে হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে প্রার্থীর চরিত্রাদি এবং অন্যান্য বিবেচনা যোগ্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং আবশ্যকস্থলে লিখিত আদেশদ্বারা সংসৃষ্ট দোকান স্থাপন করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন। এরূপ দোকানদারকে রীতিমত দ্রব্যাদির রেজিষ্টরী ও হিসাব রক্ষা করিতে হইবে, এবং ম্যান অথবা পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত বা তদূর্দ্ধ শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারী ..... দ্রব্যাদি ও কাগজাত পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

২১। খরিদ বিক্রয় ব্যতীত উত্তরাধিক ..... অন্য আইনসম্মত উপায়ে কোন অস্ত্র বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ হস্তান্তরিত হইলে উক্ত দ্রব্যাদির তৎকালীন দখলিকার অনতিবিলম্বে তৎসংবাদ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অথবা নিকটবর্ত্তী পুলিশষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন করিবে এবং সত্বরতার সহিত রেজিষ্ট্রেশন বা লাইসেন্স সম্বন্ধীয় এই আইনের অন্য যে বিধান সংসৃষ্টস্থলে প্রযোজ্য হয় তদনুসারে কার্য্য করিবে।

২২। কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ কাহারও রক্ষণা হইতে চুরি বা অন্য কোন প্রকারে খোয়ান গেলে উক্ত দ্রব্যাদির অধিকারীকে সঙ্গত কারণাভাবে অবিলম্বে তৎসংবাদ নিকটবর্ত্তী পুলিশস্টেশনে জ্ঞাপন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ

রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স

২৩। কোন ব্যক্তি উপরোক্ত ৭ ধারার বিধানানুসারে কোন অস্ত্রাদি রেজিষ্টরী করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে উক্ত অস্ত্রসহ উপস্থিত হইয়া বিভাগীয় আফিসে রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত দরখাস্তমূলে আবশ্যকীয় অনুসন্ধানান্তর কোন বাধার কারণ না থাকিলে উক্ত অস্ত্রাদি রেজিষ্ট্রেশনের আদেশ দিবেন। নিজ ব্যবহারার্থ ভিন্ন রাজ্য হইতে কোন অস্ত্র আমদানী করা হইলে, অধিক বিলম্বের সঙ্গত কারণ অভাবে অনধিক ১৫ দিবস মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী ভূক্ত করাইতে হইবে।

২৪। অস্ত্রাদি ব্যবহার জন্য লাইসেন্স সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর

(১) বিভাগীয় লাইসেন্স।

(২) সাধারণ লাইসেন্স।

প্রথমোক্ত প্রকারের লাইসেন্সের প্রার্থনা বিভাগীয় আফিসে এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লাইসেন্সের প্রার্থনা বিভাগীয় আফিসেরযোগে রাজমন্ত্রীর নিকট করিতে হইবে।

২৫। উপরোক্ত ৫, ১০ ও ১৯ ধারা সংসৃষ্ট লাইসেন্সের প্রার্থনা বিভাগীয় আফিসেরযোগে রাজমন্ত্রীর নিকট এবং উপরোক্ত ২৪ ধারার অনুসৃতিতে অন্যান্য প্রকারের লাইসেন্সের প্রার্থনা বিভাগীয় আফিসে উপস্থিত করিতে হইবে।

২৬। যে কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্ট্রেশন বা লাইসেন্সের প্রার্থনা উপস্থিত করা হয়, তিনি উহা মঞ্জুর অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন এবং তিনি অথবা তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আবশ্যকস্থলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব প্রদত্ত লাইসেন্স রদ, সীমাবদ্ধ বা স্থগিত করিতে এবং স্থগিত লাইসেন্স পূনর্ব্বার বাহাল করিতে পারিবেন।

(ক) কোন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আইনানুসারে কোন অপরাধীর দণ্ড প্রদানান্তর নিষ্পত্তিপত্রে আদেশ দ্বারা অপরাধ সংসৃষ্ট কোন লাইসেন্স রদ বা রহিত করিতে পারিবেন।

২৭। রাজমন্ত্রী ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপনদ্বারা রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং প্রণীত

নিয়মাদি সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন রদ এবং পুন প্রচলন করিতে পারিবেন। এই প্রকার প্রণীত, নিয়মাদি, প্রচলন থাকাকালে আইনের ন্যায় গণ্য হইবে;—

(ক) রেজিষ্ট্রেশনের প্রণালী সম্বন্ধীয় এবং সংসৃষ্ট রেজিষ্টরীয় গঠন, রক্ষা ইত্যাদি।

(খ) লাইসেন্স গ্রহণ এবং মঞ্জুর প্রণালী ও লাইসেন্সের ফরম ও রেজিষ্টরীর গঠন, রক্ষা ইত্যাদি।

(গ) লাইসেন্সের সময় নির্দ্ধারণ ও লাইসেন্স প্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা ব্যবহারের স্থান নিরূপণ।

(ঘ) রেজিষ্টরীকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রাদি চিহ্নিত করণ এবং উক্ত অস্ত্রাদি সাময়িক পরীক্ষা ও পরীক্ষক নির্ব্বাচন।

(ঙ) রেজিষ্ট্রেশন অথবা লাইসেন্সের ফিস অবধারণ এবং উক্ত ফিস আদায়ের প্রণালী নির্ব্বাচন।

২৮। পোক্ত ২৩ ধারানুসারে রেজিষ্টরীকৃত অস্ত্রাদি রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে। কিন্তু লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র বা বারুদাদি লাইসেন্স নির্দ্ধারিত স্থানে মাত্র ব্যবহৃত হইবে।

২৯। এরাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রদত্ত কোন ভিন্ন রাজ্য হইতে আমদানী বা ভিন্ন রাজ্যে রপ্তানীর লাইসেন্স বা অধিকারপত্র এই আইনানুযায়ী "লাইসেন্স" বলিয়া গণ্য হইবে।

সপ্তম ভাগ

বর্জ্জিত ব্যক্তিগণ

৩০। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে স্বীয় অধিকারে রক্ষিত অস্ত্রাদি রেজিষ্টরী করাইতে অথবা তজ্জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে না।

(ক) (১) রাজকুমারগণ, (২) রাজপরিবারস্থ অন্যান্য কুমারগণ যাঁহারা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশমতে অস্ত্রআইন বর্জ্জিত থাকেন, এবং ইঁহাদিগের অস্ত্র ও বারুদাদি সম্পর্কে উক্ত দ্রব্যাদির রক্ষক অনুচরগণ।

(খ) সরকারী কার্য্যানুরোধে যাহাদিগের নিকট কোন সরকারী অস্ত্র থাকে

যথা ঃ—সৈনিক ও সশস্ত্র পুলিশ এবং এতদুভয়ের কর্ম্মচারীগণ (Commnading Officers.)

(গ) রাজমন্ত্রী।

(ঘ) যে সমুদয় বিশেষ বিশেষ রাজকর্ম্মচারী এবং রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ..... রাজমন্ত্রী অস্ত্র আইন হইতে বর্জ্জিত রাখা সম্বন্ধে আদেশ করেন।

[৯৮৭৮ সন হইতে ভারতবর্ষীয় অস্ত্রআইন (Indian Arms Act) বা তদনুমোদিত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী উক্ত অস্ত্র আইন বর্জ্জিত যে কোন ব্রিটীশ রাজকর্ম্মচারী এরাজ্যে স্বীয় পদোচিত কর্ত্তব্যকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আগমন করেন বা এরূপ অস্ত্র আইন বর্জ্জিত যে কোন ব্রিটীশ রাজকর্ম্মচারী ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিতে এ রাজ্যের কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।

(ঘ) শ্রেণীর বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের নাম সময় সময় স্টেট গেজেটে প্রচারিত হইবে। রাজমন্ত্রী বিশেষ আদেশদ্বারা ইহাদিগের অধিকারস্থ অস্ত্র ও বারুদাদির বিবরণ সম্বলিত রিপোর্ট গ্রহণ, উক্ত প্রকার রিপোর্টের সময় নির্দ্ধারণ এবং উক্ত রিপোর্টমূলে অস্ত্রাদির স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

অষ্টম ভাগ

পুলিশ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

৩১। কোন ব্যক্তি আইনসম্মত অধিকার ব্যতীত কোন অস্ত্র বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ রক্ষা, ব্যবহার বা উক্ত দ্রব্যাদিসহ গমনাগমন করিলে যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বা মৌজার আড্ডাদার ওয়ারেণ্ট ব্যতীত তাহাকে গ্রেপ্তার এবং তাহার অধিকারস্থ দ্রব্যাদি আটক করিতে পারিবে। পুলিশ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এই প্রকার গ্রেপ্তার করিলে অনতিবিলম্বে আসামী ও আবদ্ধ দ্রব্যাদি নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত করিবে।

৩২। যদি কোন ব্যক্তি আইনসম্মত অধিকার ব্যতীত বা অধিকারী হইয়াও কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণসহ এরূপ কর্ম্মচালন করিতে থাকে

যাহাতে উক্ত দ্রব্যাদিদ্বারা কোন বে-আইনী কার্য্য করিবে বলিয়া হৃদ্বোধ হয়, তাহা হইলে যে কেহ বিনা ওয়ারেণ্টে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং তাহার সঙ্গীয় দ্রব্যাদি আটক করিতে পারিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ এই প্রকার গ্রেপ্তার অথবা দ্রব্যাদি আটক করিলে অনতিবিলম্বে আসামী ও আবদ্ধ দ্রব্যাদি কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিবে। এরূপ কোন ব্যক্তি এবং দ্রব্যাদি কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলে বা কোন পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বারা গ্রেপ্তার বা আবদ্ধ হইলে অনতিবিলম্বে সংসৃষ্ট আসামী ও দ্রব্যাদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

৩৩। কোন বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট যদি জানিতে পারেন বা কোন সঙ্গত কারণে সন্দেহ করেন যে, রেজিষ্টরী অথবা লাইসেন্স ব্যতীত কোন অস্ত্র কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে অথবা কোন অপরাধসূচক সন্দেহজনক অবস্থায় কোন অস্ত্র বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণ আছে বা রক্ষিত হইয়াছে তবে উক্ত দ্রব্যাদি বাহির করিবার জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তালাসী ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন। এস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে পারিবেন অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মোকাবিলা খানাতল্লাস হইবে তালাসী ওয়ারেণ্ট এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

৩৪। রেজিষ্টরীকৃত এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রাদি ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা তাঁহার নিয়োগমতে পুলিশষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত বা তদূর্দ্ধ পদের পুলিশ কর্ম্মচারী সময় ২ পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক বিশেষ আদেশদ্বারা নিষিদ্ধ না হইলে তৎকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে নিয়মিতরূপে পরীক্ষা করিবেন।

৩৫। (ক) রেজিষ্টরীকৃত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রাদির অধিকারী পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত বা তদূর্দ্ধ শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীর তলপমতে অস্ত্র উপস্থিত করিতে বা দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) ৩০ (গ), (ঘ) ও (ঙ) প্রকরণের অন্তর্গত অস্ত্রআইন বর্জ্জিত ব্যক্তিগণ...ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে তৎকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট স্বীয়....অস্ত্র ও বারুদাদি উপস্থিত করিতে বাধ্য থাকিবে।

(গ) রাজমন্ত্রী শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণপূর্বক ৩০[ক] প্রকরণ বর্ণিত শ্রেণীর অস্ত্রআইন বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের আধকারস্থ অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৩৬। এই আইনের কোন বিধান বা এই আইনসম্মত কোন নিয়মানুসারে কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির নিকট কোন দ্রব্যাদি বা কাগজাত তলপ করিলে উক্ত ব্যক্তি অগৌণে তলপী দ্রব্যাদি বা কাগজাত উপস্থিত করিতে বা দর্শাইতে বাধ্য থাকিবে।

৩৭। কোন সন্দেহজনক অপরাধসূচক অবস্থায় কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণসহ কেহ প্রকাশ্যে বাহির হইলে, যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে নিরস্ত্র করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর আদেশমত উক্ত দ্রব্যাদি তলপকারীর নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৮। (ক) ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গত বোধ করিলে, এবং এই আইনের কোন স্থলে স্পষ্টরূপে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ কোন অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া না থাকিলে, যে কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ তলপ, পরীক্ষা, আটক এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সরকারে জব্দ করিতে পারিবেন। যে যে স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেটের উর্দ্ধতন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি কোন অস্ত্রাদি তলপ বা পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত আছে, তত্তৎস্থলে এই ধারার কোন কারণ উপলব্ধি হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং এইরূপ রিপোর্ট মূলে সংসৃষ্ট কর্ম্মচারী যে কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ তলপ, পরীক্ষা বা আটক, ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকারে প্রদান এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সরকারে জব্দ করিতে পারিবেন। রাজমন্ত্রী ব্যতিত অন্য কোন কর্মচারী এরূপ আদেশ করি...ম্যাজিষ্ট্রেটের এই ধারার আদেশের বিরুদ্ধে আদেশের তারিখ। এক মাস মধ্যে রাজমন্ত্রীর নিকট আপিল হইতে পারিবে।

(খ) যে কোন জজ্ বা ম্যাজিষ্ট্রেট তৎকালিন প্রচারিত কোন অপরাধ সংসৃষ্ট অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ বা তৎসসৃস্ট অন্য যে কোন দ্রব্য জব্দের আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৯। নিম্ন নবম ভাগে বর্ণিত বিশেষ এবং প্রথম শ্রেণীর অপরাধ সমূহ Â ó Å ù ú ß Á M ৪৩[১] [ক], ৪০[১] Â [ঙ] এবং ৪০[২] [খ] প্রকরণে বর্ণিত অপরাধের অভিযোগ স্থাপন করিতে হইলে বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য অপরাধ অধর্ত্তব্য গণ্যে তজ্জন্য মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইলে এলাকাবিশিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে।

নবম ভাগ

অপরাধ ও শাস্তি

৪০। [১] বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ ঃ—

যে কেহ নিম্নলিখিত কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহাকে সশ্রম অনধিক তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২,০০০৲ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারিবে ঃ—

(ক) উপরোক্ত ৫ ধারার ব্যতিক্রমে অস্ত্র বারুদাদি ও অন্যবিধ যুদ্ধোপকরণ বিনা লাইসেন্সে প্রস্তুত ও উক্ত ধারার ব্যতিক্রমে লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্রাদিও আমদানী রপ্তানী করণ।

(খ) ১২ ধারার ব্যতিক্রমে অনধিকারে অথবা লাইসেন্স ব্যতীত বারুদাদি এবং যুদ্ধোপকরণসহ গমনাগমন।

(গ) ১৪ ও ১৫ ধারার ব্যতিক্রমে অনধিকারীর নিকট অস্ত্র ও বারুদাদির ..... করণ বিক্রয় অথবা অনধিকারী ব্যক্তি হইতে উক্ত দ্রব্যাদি খরিদ করা হয়।

(ঘ) ৩২ ধারার ব্যতিক্রমে কোন অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণসহ গমনাগমন।

(ঙ) ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অস্ত্রাদিতে বা এই আইনের কোন বিধানোক্ত বা আইনানুযায়ী কোন নিয়ম বর্ণিত কোন কাগজাতে কোন প্রকার মিথ্যা বা জাল চিহ্ন প্রদান বা লিপি করণ বা কোন লিপি পরিবর্ত্তন বা কোন সরকারী কার্য্যকারক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন চিহ্ন বা লিপি রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন করণ।

(২) প্রথম শ্রেণীর অপরাধ

যে কেহ বক্ষ্যমান কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাহাকে সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক ২ দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারিবে।

(ক) ৭।৮।৯।১০ ধারার ব্যতিক্রমে বিনা রেজিষ্ট্রেশন বা লাইসেন্সে অস্ত্র বারুদাদি ও যুদ্ধোপকরণ রক্ষা ও ব্যবহার ইত্যাদি।

(খ) ১৮ ধারার ব্যতিক্রমে লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্রাদি রূপান্তর কিম্বা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে মজুদ করণ।

(গ) ১৯ ধারার ব্যতিক্রমে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ও বারুদাদির দোকান পরিচালন।

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধ

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের কোনটীতে দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক ৬ ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারিবে।

(ক) ১১ ধারার ব্যতিক্রমে অধিকারচ্যুত হইয়াও নিজ অধি ..... অস্ত্র, বারুদাদি ও যুদ্ধোপকরণ পুলিশে দাখিল না করা।

(খ) ১৩ ধারার ব্যতিক্রমে অধিকারী ব্যক্তি ..... অপরের পক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা .....করণ ব্যবহার।

(গ) ১৬ ও ১৭ ধারার ব্যতিক্রমে রেজিষ্টরীকৃত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্র, বারুদাদি বা যুদ্ধোপকরণ বিক্রয়ের সংবাদ না দেওয়া।

(ঘ) ২০ ধারার ব্যতিক্রমে অস্ত্রাদি মেরামতের দোকান স্থাপনের সংবাদ না দেওয়া।

(ঙ) ২১ ধারার ব্যতিক্রমে অস্ত্রাদি, উত্তরাধিকার বা অন্য উপায়ে হস্তান্তর সম্বন্ধে সংবাদ না দেওয়া।

(চ) ২৮ ধারার ব্যতিক্রমে লাইসেন্স নির্দ্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র লাইসেন্স ভুক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার।

(৪) তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধ

নিম্নলিখিত অপরাধগুলির কোনটীতে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক ১ এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০৲ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডাদেশ হইতে পারিবে।

(ক) ২২ ধারার ব্যতিক্রমে অস্ত্রাদি চুরি বা খোয়ানীয় সংবাদ না দেওয়া, অথবা ৪৫ ধারার ব্যতিক্রমে অস্ত্র আইন সম্বন্ধীয় গুরুতর অপরাধের সংবাদ প্রদান না করা।

(খ) ৩৫।৭৬ ও ৩৭ ধারা ও এই আইনের অন্যান্য বিধানানুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তলপমতে অস্ত্র, বারুদাদি ও যুদ্ধোপকরণ, লাইসেন্স বা অন্য কোন কাগজাত বা দ্রব্যাদি প্রদর্শন বা উপস্থিত না করা অথবা ছাড়িয়া না দেওয়া।

(গ) এই আইনের অন্য কোন বিধান বা এই আইন সম্মত কোন্ নিয়ম লঙঘন।

উপরোক্ত বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ সাধারণতঃ জামিন যোগ্য গণ্য হইবে না। অন্য শ্রেণীর অপরাধ সাধারণতঃ জামিন যোগ্য গণ হইবে। বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা সেসন আদালতে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাকদ্দমা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক এবং তৃতীয় শ্রেণীর মকদ্দমা যে কোন বিচার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইবে।

৪১। ..... সরকারী কর্ম্মচারী এই অস্ত্র আইন সম্পর্কে কোন শঠতাপূর্ণ মিথ্যা আচরণ করিলে বা অসদভিপ্রায়ে অপরের অনিষ্ট সাধন কল্পে কোন বে-আইনী আচরণ করিলে অপরাধীর সশ্রম বা বিনাশ্রমে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে এই ধারায় বর্ণিত মোকদ্দমা স্থাপন জন্য বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হইবে, এবং এই শ্রেণীর মোকদ্দমা সেসন আদালত ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতির দরখাস্ত অগ্রাহ্য বা মঞ্জুরীর আদেশের বিরুদ্ধে নিয়মিত সময় মধ্যে রাজমন্ত্রীর নিকট আপীল হইতে পারিবে।

৪২। এই অস্ত্র আইনের কোন বিধানের অনুবলে সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি প্রোক্ত ৪১ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে।

৪৩। উপরোক্ত ৪১ ধারা ব্যতীত অন্য যে স্থলে কোন মোকদ্দমা স্থাপন কল্পে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতির আবশ্যকতা আছে, তৎসম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হয়, তথায় আপীল হইবে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট শাসক স্বরূপে এই আইনানুসারে যে আদেশ প্রদান করেন তদ্বিরুদ্ধে রাজমন্ত্রীর নিকট আপীল করিতে হইবে।

৪৪। কোন সরাকারী কার্য্যকারকের বিরুদ্ধে সরকারী কার্য্যকারকস্বরূপে এই আইনানুসারে কৃত কোন কার্য্যের জন্য ফৌজদারীতে নালিশ উপস্থিত করিতে হইলে অনুমতি প্রাপ্তির পর অনধিক ৩ মাস মধ্যে নালিশ উপস্থিত না করিলে কোন আদালত নালিশ গ্রহণ করিবেন না। অন্যত্র এক মাস পূর্ব্বে উক্ত কর্ম্মচারীকে নোটীশ দিতে হইবে, এবং কোন নালিশের কারণ উপস্থিতির ৬ মাস পরে কোন আদালতে এরূপ কোন মোকদ্দমা গৃহীত হইবে না।

দশম ভাগ

সাধারণ

৪৫। এই অস্ত্র আইন ৪০ ধারায় বর্ণিত প্রথম অথবা বিশেষ শ্রেণীর কোন অপরাধ সংঘটিত হইবামাত্র তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৬। রাজমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্ব্বক এ রাজ্যের যাবতীয় অস্ত্র, বারুদাদি এবং অন্য যুদ্ধোপকরণের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি তলপমতে রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মচারীর নিকট স্বীয় অধিকারস্থ অস্ত্রাদি উপস্থিত করিতে বা তৎসম্বন্ধে উক্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত যাবতীয় সংবাদ ও বিবরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৭। কোন কারণে কোন অস্ত্র, বারুদাদি বা অন্য যুদ্ধোপকরণ সরকারের অধিকারে আসিলে এবং তিন বৎসর মধ্যে কোন দাবিদার রীতিমত তাহার জন্য দাবিদারী উপস্থিত না করিলে উক্ত দ্রব্যাদি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৪৮। এই আইনানুসারে পুলিশ কর্ত্তৃক কোন স্থলে কোন খানাতল্লাস হইলে অন্যূন দুইজন স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিকে সঙ্গে রাখিতে ..... এবং উহাদিগের মোকাবেলায় এবং যাহার গৃহে খানাতল্লাস হয় তার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তিন খণ্ড তালিকা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তির দ্বারা উহা স্বাক্ষর করাতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী তদনন্তর সকলের মোকাবেলা উহা স্বাক্ষর করাইতে একখণ্ড উক্ত দ্রব্যাদি যাহার অধিকারে বা রক্ষণায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে দিবেন, এবং অপর একখণ্ড অনতিবিলম্বে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪৯। রাজমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা ঃ—

(ক) এ রাজ্যের কোন অংশে এই আইনের প্রচলন সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে, এবং এরূপস্থলে পূনর্ব্বার আইন প্রচলন করিতে পারিবেন।

(খ) এই আইনের যে যে স্থানে স্পষ্টরূপে নিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদতিরিক্তরূপে নিম্নলিখিত স্থলে এবং বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন

বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং এরূপ নিয়ম বা আদেশ ষ্টেট গেজেটে প্রচারের পর হইতে আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে ঃ—

(১) ৪ ধারার বর্ণিত যুদ্ধোপকরণের তালিকা প্রচার এবং উক্ত তালিকা সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, রহিত এবং পুনঃ প্রচলন।

(২) ৫ ধারার বর্ণিত অস্ত্রাদি প্রস্তুত আমদানী ও রপ্তানী, ১৯ ধারার অস্ত্রাদির দোকান, ২০ ধারার মেরামতের দোকান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় রেজিষ্টরী, হিসাব ও অন্য কাগজাদি রক্ষা বিষয়ক আদেশ ও নিয়ম এবং উক্ত কাগজাত ও সংসৃষ্ট অস্ত্রাদি পরীক্ষা সম্বন্ধে আদেশ, পরীক্ষক কর্ম্মচারী নিয়োগ, পরীক্ষার সময় নির্দ্ধারণ এবং আবশ্যকস্থলে অস্ত্রাদির বিশেষ কোন চিহ্ন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

(৩) ১৬।১৭ ধারার রেজিষ্টরীকৃত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রাদির খরিদ বিক্রয় ও তৎসংবাদ প্রদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন।

(৪) ৪০ ধারা বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মোকদ্দমা স্থাপন এবং পরিচালন জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন।

(গ) অন্যান্য যে স্থলে সংসৃষ্ট ধারার ভাষানুসারে ফরমাদি কাগজাত সম্বন্ধে ব্যবস্থার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় বা সংসৃষ্ট উদ্দেশে পরিচালন জন্য কোন প্রকার নিয়ম প্রচলনের আবশ্যক, তত্তৎস্থলে নিয়ম প্রচলন বা আবশ্যকীয় আদেশ প্রদান।

(ঘ) ৩০ [ক] ধারার বর্ণিত রাজকুমার ও অন্য কুমারগণের অনুচরগণের সংখ্যাদি নিদ্ধারণ এবং উক্ত অনুচরবর্গের নাম ধামাদি নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা।

(ঙ) ৩০ [ঘ] ধারা বর্ণিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা প্রস্তুত, উক্ত তালিকা পরিবর্ত্তন, রহিত, পুনঃ প্রচলন, সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন এবং উক্ত ধারাস্থ বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের নাম এবং পদ অনুসারে বর্জ্জনের ব্যবস্থা বা এতদ্বিষয়ের অন্যান্য নিয়ম প্রণয়ন।

(চ) লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং অস্ত্র আইন বর্জ্জিত ব্যক্তিগণেরে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারী অনুচরগণের সংখ্যা-নির্দ্ধারণ এবং তৎসম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম প্রণয়ন।

(ছ) আবশ্যক স্থলে কারণ লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদির সংখ্যা এবং বারুদাদির পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

৫০। এই আইন প্রচলনের পর হইতে ৬ মাস মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় অস্ত্রাদি সম্বন্ধে এই আইনানুসারে করণীয় যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

৫১। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বা রাজমন্ত্রীর অনুমতি অনুসারে কেহ সাময়িকরূপে কোন অস্ত্র বা বারুদাদিসহ এ রাজ্যে আগমন করিলে বা বিভাগীয় প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি গ্রহণে কেহ সাময়িকরূপে সংসৃষ্ট বিভাগে আগমন করিলে, তৎপ্রতি এই আইনের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

স্বাধীন ত্রিপুরা

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন

অর্থাৎ

বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি

হেতুবাদ

যেহেতু এ রাজ্যের বনজবস্তু সংগ্রহ জন্য "পারমিট" এবং বনজবস্তুর রপ্তানী ও মাশুল সম্পর্কে যে যে নিয়ম ও "সারকুলার" আদি প্রচলিত আছে, সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য পরিচালন জন্য তৎসমুদয় সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নূতন বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক; অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা গেল ;—

প্রথম অধ্যায়

পরিভাষা

১। এই আইন "১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন" নামে অভিহিত হইবে।

২। এই আইন শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের মঞ্জুরীর পর এ রাজ্যের যে যে স্থানে প্রচলন করা আবশ্যক হয়, রাজ-মন্ত্রীর আদেশ গ্রহণে রাজস্ব বিভাগ ইহা সেই সেই স্থানে রীতিমত ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিবেন

এবং আবশ্যক বোধ করিলে ঐরূপ ঘোষণা দ্বারা রাজ্যমধ্যে কোন স্থানে ইহার প্রচলন স্থগিত কি রহিত করিতে পারিবেন।

৩। এই আইন এ রাজ্যের যে স্থানে যে সময়ে প্রচারিত হয়, ঐ স্থান সম্পর্কে সেই সময় হইতে এতৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রচারিত নিয়ম ও "সারকুলার" আদি রহিত গণ্য হইবে। কিন্তু যে সকল নিয়ম ও "সারকুলার" এই আইনবিরুদ্ধ নয়, তৎসমুদয় রাজ-মন্ত্রীর মঞ্জুরী গ্রহণে রাজস্ব বিভাগ কর্ত্তৃক রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্থিরতর থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংজ্ঞা

৪। "বন-বিভাগের কর্ম্মচারী"—শব্দে বন-বিভাগের যে কোন কার্য্যোপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুরের পক্ষে নিয়োজিত কি মোতায়নী কর্ম্মচারী, পুলিশ কর্ম্মচারী, শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর হইতে পাট্টাপ্রাপ্ত ইজারাদার, শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুরের সম্মতিমতে ইজারাদার হইতে পাট্টাপ্রাপ্ত দর-ইজারাদার এবং তদ্রূপ সম্মতিমতে ইজারাদার ও দর-ইজারাদারের নিয়োজিত কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে।

৫। "বনজবস্তু—শব্দে ১২৯৭ সনের ২ আইন" অর্থাৎ রক্ষিত বন-বিভাগ সংক্রান্ত বিধানের চতুর্থ ধারায় শাল, গর্জ্জন, ধূনা, নাগেশ্বর, রবার, আগর ও দেবদারু নামক যে সাত জাতীয় বৃক্ষ "রক্ষিত" বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে রাজ-মন্ত্রীর মঞ্জুরীমতে রাজস্ব বিভাগ কর্ত্তৃক যে সমস্ত বৃক্ষ "রক্ষিত" বলিয়া গণ্য হইবে, তৎসমুদয় ব্যতীত বনজাত উদ্ভিদ মাত্রকেই বুঝাইবে।

টীকা—বনজবস্তু রূপান্তরিত অবস্থায়ও "বনজবস্তু" বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬। "জলপথ"—শব্দে নদী, ছড়া, খাল কিম্বা নালা বুঝাইবে।

৭। "স্থলপথ"—শব্দে নির্দ্দিষ্ট খুঙ্কি পথ বুঝাইবে।

৮। **"বনকর ঘাট"**—শব্দে যে স্থানে "পারমিট" ও "ভাটিয়াল" দেওয়া হয় এবং ফিস মাশুলাদি আদায় করা হয়, সেই স্থানকে বুঝাইবে।

৯। "পারমিট"—শব্দে বনজবস্তু সংগ্রহ জন্য বনজবস্তু আহরণকারীদিগকে অনুমতিসূচক যে নির্দশন দেওয়া যায়, তাহা বুঝাইবে।

১০। "ভাটিয়াল"—শব্দে নির্দ্ধারিত মাশুল গ্রহণান্তর বনজবস্তু রাজ্যান্তরিত করিবার জন্য রপ্তানীকারীদিগকে যে অনুমতিসূচক নির্দশন দেওয়া হয়, তাহা বুঝাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বনজবস্তু আহরণ এবং উহার মাশুলের বিষয়

১১। জলপথে বনজবস্তু আহরণকারীদিগকে বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রতি যাত্রার নিমিত্ত জনপ্রতি ⁄ এক আনা হারে ফিস দিয়া বনকর ঘাটের কর্ম্মচারী হইতে নির্দ্দিষ্ট ফারমে "পারমিট" গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। জলপথে রপ্তানীকৃত বনজবস্তুর মাশুল রাজ-মন্ত্রীর মঞ্জুরীমতে রাজস্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত তালিকা অনুসারে বনকর ঘাটে গৃহীত হইবে।

১৩। বনজবস্তু জলপথে রপ্তানীকালে বনকর ঘাটে নিয়মিত মাশুল আদায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত ফরমে "ভাটিয়াল" গ্রহণপূর্ব্বক বনজবস্তু আহরণকারীদিগকে পূর্ব্বগৃহীত "পারমিট" ফেরত দিতে হইবে।

১৪। খুস্কি পথে বনজবস্তু আহরণকারীদিগকে বনকর ঘাট হইতে নিম্নলিখিত হারে ফিস দিয়া মুদ্রিত ফরমে "পারমিট" গ্রহণ করিতে হইবে;—

(ক) অনধিক এক মাসের জন্য জনপ্রতি "পারমিট" ফিস ১ এক টাকা।

(খ) অনধিক তিন মাসের জন্য জনপ্রতি "পারমিট" ফিস ১৷৷০ দেড় টাকা।

টীকা—এই ধারামতে পঞ্জিকা অনুসারে মাস গণনা করিতে হইবে।

১৫। গৃহীত "পারমিটের" মিয়াদ অতীত না হইতে কাহাকেও নূতন "পারমিট" দেওয়া যাইবে না।

১৬। এক ব্যক্তির গৃহীত "পারমিট" অন্য ব্যক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৭। কেহ জলপথে বনজবস্তু রপ্তানীর অভিপ্রায়ে "পারমিট" গ্রহণ করিয়া ঐ "পারমিটের" অনুবলে স্থলপথে মাল রপ্তানী করিতে পারিবে না।

১৮। কেহ স্থলপথে বনজবস্তু রপ্তানী করিবার জন্য "পারমিট" গ্রহণ করিয়া জলপথে রপ্তানী করিলে তাহাকে পূর্ব্বগৃহীত "পারমিট"-ফিসের অতিরিক্ত ১২ ও ১৩ ধারার বিধানমতে মাশুল দিয়া "ভাটিয়াল" গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯। কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ বনজবস্তু বহন করিতে সক্ষম এই আইনের ১৪ ধারামতে গৃহীত "পারমিটের" অনুবলে সে কেবল তাহাই মাত্র নিতে পারিবে। "পারমিট"-প্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি একযোগে মিলিতভাবে বহন করিয়া অথবা কোন যানের সহায়তায় স্থলপথে কোন বনজবস্তু রপ্তানী করিলে তাহাদিগকে "পারমিট"-ফিসের অতিরিক্ত ১২ ও ১৩ ধারামতে নির্দ্ধারিত মাশুল আদায় করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বনজবস্তু সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ডের বিষয়

২০। কেহ "পারমিট" গ্রহণ ব্যতীত বনজবস্তু কর্ত্তন, আহরণ কি রপ্তানী করিলে, কিম্বা "পারমিট" বিহীন কাহারও জিম্বায় আহরিত বনজবস্তু প্রাপ্ত হওয়া গেলে, অথবা কেহ "ভাটিয়াল" গ্রহণ ব্যতীত বনজবস্তু রাজ্যান্তরে রপ্তানী করিলে, তাহার চৌর্য্যাপরাধে অনধিক এক মাস কাল কারাদণ্ড কিম্বা অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

২১। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুরের কি ব্যক্তি বিশেষের কোনরূপ ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা অন্যায় লাভের প্রত্যাশায়, জানিয়া শুনিয়া বান-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকর্ত্তৃক ব্যবহৃত বিশেষ কোন চিহ্ন বনজবস্তুতে ব্যবহার কি তাহা হইতে বিলোপ করে, কিম্বা "পারমিট" কি "ভাটিয়ালে"র কোন লিপি পরিবর্ত্তন বা নূতন "পারমিট" কি "ভাটিয়াল" সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহার অনধিক এক বৎসর কাল সশ্রম কারাদণ্ড কিম্বা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

২২। যদি বন-বিভাগের কোন কর্ম্মচারী কাহারও কষ্ট জন্মাইবার উদ্দেশ্যে এবং এই আইনানুসারে জব্দ হইবার যোগ্য এইরূপ ছলনা করিয়া সঙ্গত কারণ

ব্যতীত কাহারও আহরিত বনজবস্তু আবদ্ধ করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মচারীর অনধিক এক মাস কাল কারাদণ্ড কিম্বা অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

২৩। এই আইনে "পারমিট"-ফিসের যে হার নির্দ্ধারিত হইল এবং এই আইনের অনুবলে কৃতনিয়মাবলী কি "সারকুলার" মতে "ভাটিয়াল" গ্রহণ সম্বন্ধে মাশুলের যে হার নির্দ্ধারিত হইবে, বন-বিভাগের কোন কর্ম্মচারী কাহারও নিকট হইতে প্রতারণাক্রমে তদপেক্ষা ন্যূন কি তদতিরিক্ত ফিস কি মাশুল আদায় করিলে তাহার অনধিক এক মাস কাল কারাদণ্ড কিম্বা অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

২৪। যদি কোন ব্যক্তি উরোক্ত ২০, ২১, ২২, কি ২৩ ধারার অপরাধের উদ্যোগ কি সহায়তা করে, তাহা হইলে মূল অপরাধের জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ঐ দণ্ডের অনধিক এক তৃতীয়াংশ দণ্ড হইতে পারিবে।

২৫। এই আইনে যে সমস্ত ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেই **সমস্ত ক্রিয়া যদি অন্য কোন আইনে অপরাধ** বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তবে **এই আইনের প্রচলন দ্বারা সেই সমস্ত আইনানুসারে** তাহার বিচারের কোন বাধা হইবে না। **কিন্তু কোন ব্যক্তি এক অপরাধের জন্য দুইবার দণ্ডিত হইবে না।**

২৬। **এই আইন বা ইহার অনুবলে কৃত নিয়মাবলীর যে সমস্ত বিধান লঙঘনের দরুণ এই আইনে কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই, সেই সকল স্থলে উক্ত বিধান লঙঘনকারীর কৃতাপরাধের জন্য তাহার অনধিক দুই সপ্তাহ কারাদণ্ড কিম্বা অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।**

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার বিষয়

২৭। কোন ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অনুবলে কৃত নিয়মাবলীর বিধানোক্ত অপরাধজনক কোন কার্য্য করিতে দৃষ্ট হইলে, তাহাকে বন বিভাগের যে কোন কর্ম্মচারী "ওয়ারেণ্ট্" ভিন্ন ধৃত করিতে পারিবে।

২৮। পুলিশ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন অপরাধীকে ধৃত করিলে তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুলিশ-ষ্টেশনে উপস্থিত করিতে হইবে।

২৯। এই আইন বা ইহার অনুবলে কৃত নিয়মাবলীর বিধানোক্ত কোন অবস্থায় অভিযুক্ত আসামী হইতে জামিন গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৩০। যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই আইন বা ইহার অনুবলে কৃত নিয়মাবলীর বিধানোক্ত অপরাধসমূহের বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু বিচারকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ যদি বিবেচনা করেন যে, তিনি যে দণ্ডাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, আসামী তাহা হইতে অধিকতর দণ্ড পাইবার যোগ্য ; তবে তিনি মোকদ্দমার নথীসহ আসামীকে বিচার এবং দণ্ডের জন্য নিকটবর্ত্তী উর্দ্ধতন ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৩১। এই আইনের বিধানানুসারে কার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য এই আইনের কোন বিধানের বিরুদ্ধ না হয়, এরূপ যে সমস্ত নিয়মাবলী ও "সারকুলার" রাজ-মন্ত্রীর মঞ্জুরী গ্রহণে রাজস্ব বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, তৎসমুদয় আইনের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়

৩২। বন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ রাজকীয় কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩। রাজস্ব বিভাগের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বন বিভাগের কোন কর্ম্মচারী সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে বনজবস্তু সংক্রান্ত কোনরূপ কারবার করিতে কিম্বা ঐরূপ কোন কারবারের অংশী হইতে পারিবে না।

৩৪। যদি বন বিভাগের কোন কর্ম্মচারী রাজকীয় কর্ম্মচারী স্বরূপে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিয়া কোন কার্য্য করে এবং তদ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিভাগীয় কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না।

৩৫। বনজবস্তু রপ্তানীর জন্য বিভাগীয় কালেক্টর ঘোষণা দ্বারা রাস্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং প্রয়োজনমতে তিনি এক রাস্তা বন্ধ করাইয়া অন্য রাস্তা

নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু স্থায়ী রাস্তার প্রয়োজনে কোন ভূমি গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে, "প্রজা-ভূম্যধিকারী আইনে" শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে ভূমি গ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বিভাগীয় কালেক্টরকে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৩৬। উপরোক্ত ৩৫ ধারার বিধানমতে বনজবস্তু রপ্তানী করিবার জন্য যে যে রাস্তা নির্দ্দিষ্ট আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসমুদয় কোন ব্যক্তি অবরোধ করিতে পারিবে না।

সমাপ্ত

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের ২ ধারামতে

ঘোষণাপত্র

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ "বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি"র ২ ধারার বিধানমতে শ্রীযুত মন্ত্রী রায় বাহাদুরের আদেশ গ্রহণে এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, সদর বিভাগের এলাকাধীন ছিনাইহানি ফাড়ির অন্তর্গত কৌরাতলী রাস্তার উত্তর হইতে বামটিয়া ফাড়ি, মোহনপুর থানা, সিধাইর পাড় ও সীম্‌না ফাড়ির এলাকাভুক্ত স্থানে উক্ত আইন বর্ত্তমান মাসের ২০শে তারিখ হইতে প্রচলিত হইবে, ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

স্বাধীন ত্রিপুরা।
রাজধানী আগরতলা,
মন্ত্রী আফিস—রাজস্ব বিভাগ.

K. C. BISWAS,
নায়েব দেওয়ান।
রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারিক।

ত্রিপুরা রাজ্যের
উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেটবিষয়ক
১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২ আইন

লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রস্তাবানুসারে
শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অনুমোদিত

এই আইন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম পক্ষের গেজেটে প্রচারিত হইয়াছে।

রাজধানী—আগরতলা,
বীরযন্ত্রে—শ্রীযুগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ।

প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়, ইতি।

B. B. K. Manikya

২৭।৮।৩৯ ত্রিং।

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী আগরতলা

লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আফিস

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচিত এবং সংশোধিত হইয়া, তাহা আইনরূপে প্রচার করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আইন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২ আইন নামে অভিহিত হইবে।

উক্ত আইন কাউন্সিলের নির্দ্ধারণানুরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া মঞ্জুরীর প্রার্থনায় এতৎসহ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ উপস্থিত করা যাইতেছে, ইতি। সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীকলমাপ্রসাদ দত্ত
সেক্রেটারী।
২১।৮

রাণা শ্রীবোধজং,
সহকারী সভাপতি।

ত্রিপুরা রাজ্য
উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেটবিষয়ক
১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২ আইন

যেহেতু মৃত মালিকের ওয়ারিশান যাহাতে সহজে মৃতের পাওনা আদায় করিতে পারে এবং দেনাদারগণ মৃতের স্থলাভিষিক্তগণকে দেনা পরিশোধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তৎসম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, অতএব এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইল।

১। এই আইন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেটবিষয়ক ২ আইন নামে অভিহিত হইয়া শ্রীশ্রীযুতের মঞ্জুরী অন্তে স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবল গণ্য হইবে।

২। এই আইন প্রচারের পূর্ব্বে মৃতের পাওনা আদায় সম্বন্ধে যে সকল সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই আইনদ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইবে;—

(১) "জজ"—খাস আদালত আদিম দেওয়ানী বিভাগের বিচারপতিকে বুঝাইবে।

(২) "সিকিউরিটী"—

(ক) প্রমিসারী নোট, ডিবেঞ্চার ষ্টক বা ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্যবিধ সিকিউরিটী।

(খ) কোন কোম্পানী বা সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার ষ্টক বা অংশ।

(গ) ত্রিপুর রাজসরকার হইতে বা সরকারের জন্য প্রচারিত কোন ডিবেঞ্চার বা টাকার সিকিউরিটী।

(৩) দেওয়ান শাসন—শাসনের সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারী।

৪। প্রোবেট, পরিচালন পত্র (letters of Administration) বা এই আইন অনুসারে সার্টিফিকেট দাখিল না করিলে কোন আদালত মৃত মালিকের পাওনা আদায় জন্য কোন ব্যক্তিকে মৃতের খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে এবং

দেনাদারের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রীজারীর কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না। রেহানী পাওনা আদায় সম্বন্ধে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

৫। জজ্ এই আইন অনুসারে সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন। উক্ত জজ্ আদালতে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য দস্তখত ও সত্যতা পাঠযুক্ত দরখাস্ত করিতে হইবে।

ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয় থাকিবে, যথা;—

(ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়।

(খ) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন সাধারণ বাসস্থান এবং ঐ আদালতের এলেকায় ঐরূপ অবস্থান না থাকিলে কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা।

(গ) মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের নাম ধাম।

(ঘ) প্রার্থীর দাবী করিবার অধিকার।

(ঙ) মৃত ব্যক্তি কোন উইল করিয়া গিয়াছে কি না এবং সার্টিফিকেট পাইবার জন্য কোন বাধা আছে কি না।

(চ) প্রার্থিত পাওনার বিবরণ।

জানিয়া শুনিয়া দরখাস্তে কোন মিথ্যা উক্তি করিলে দরখাস্তকারী তাৎকালীন প্রচলিত আইনানুসারে মিথ্যা প্রমাণ প্রদান বা সৃজন অপরাধে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

৬। (১) দরখাস্ত দাখিল হইলে দিন ধার্য্যক্রমে দরখাস্ত ও শুননীর দিন সম্বন্ধে।

(ক) বিশেষ নোটিশ পাইবার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি নোটিশজারী করাইতে হইবে।

(খ) আদালতের প্রকাশ্য স্থানে একখণ্ড নোটিশ ঝুলাইয়া দিতে এবং ঐ প্রকার অন্য কোন উপায়ে প্রচার করাইতে হইবে। তৎপর ধার্য্য দিনে বা যত শীঘ্র সম্ভব আদালত প্রার্থীর সার্টিফিকেটে দাবী সম্বন্ধে সরাসরিভাবে বিচার করিবেন এবং প্রার্থীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করিলে প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়ার আদেশ দিবেন।

(২) ঐ দাবী নির্ণয় করিতে আইন ও বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যদি জটিল ও দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যাহা সরাসরি বিচারে মীমাংসিত হওয়া সুকঠিন, এরূপ স্থলে, দৃষ্টতঃ প্রার্থীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাধিকার প্রকাশ পাইলে আদালত তাহাকেই সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) মৃত ব্যক্তির এষ্টেটে স্বার্থবিশিষ্ট একাধিক প্রার্থী থাকিলে আদালত প্রার্থিগণের স্বার্থের পরিমাণ ও অন্য প্রকারে উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। আদালতের প্রদত্ত সার্টিফিকেটে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির দরখাস্তের লিখিত পাওনা ও সিকিউরিটির বিশেষ উল্লেখ থাকিবে এবং তদ্বারা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

(ক) সিকিউরিটির সুদ ও লভ্যাংশ গ্রহণ।

(খ) সিকিউরিটি হস্তান্তর করন।

(গ) উভয়বিধ কার্য্য করন।

৮। ৬ ধারার (২) ও (৩) প্রকরণ অনুসারে সার্টিফিকেট দিলে আদালত প্রার্থী হইতে উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করিবেন এবং অন্যান্য স্থলে জামিন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। যে পাওনা প্রথমে সার্টিফিকেটে ধরা হয় নাই প্রার্থীর প্রার্থনা মতে আদালত তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেটে পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন এবং উহা প্রথমে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে। বর্দ্ধিত পাওনার উপর পূর্ব্বোক্ত মতে ৮ ধারানুযায়ী জামিন গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

১০। (১) প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রাপ্তির বা বৃদ্ধির দরখাস্তের সহিত ষ্ট্যাম্প আইনের বিধানানুযায়ী তৎপরিমাণ ষ্ট্যাম্প মূল্য দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদন মঞ্জুর হইলে আদালতের আদেশে তদ্বারা ষ্ট্যাম্প খরিদ হইয়া তদুপরি সার্টিফিকেট লিপি করা হইবে।

(৩) দাখিলি টাকা (২) দফার বিধানানুযায়ী খরচ না হইলে উহা দাখিলকারীকে ফেরত দিতে হইবে।

১১। এই আইন অনুসারে প্রদত্ত সার্টিফিকেট সমগ্র ত্রিপুর রাজ্যে কার্য্যকরী হইবে।

১২। খাস আদালতের জজের প্রদত্ত পাওনা আদায়ের সার্টিফিকেট দেনাদারগণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গণ্য হইবে এবং তাহারা সরল বিশ্বাসে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত কার্য্য করিলে বা তাহাকে দেনা পরিশোধ করিলে উহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

১৩। নিম্নলিখিত কারণে সার্টিফিকেট রহিত হইতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) সার্টিফিকেট পাইবার কার্য্যে গুরুতর ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে।

(খ) তঞ্চকতাপূর্ব্বক মিথ্যা উক্তি করিয়া বা অতি আবশ্যকীয় বিষয় গোপন করতঃ সার্টিফিকেট লওয়া হইয়াছে।

(গ) আইনসংক্রান্ত আবশ্যকীয় কোন গুরুতর বৃত্তান্তসম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি করতঃ সার্টিফিকেট লওয়া হইয়াছে।

(ঘ) অবস্থানুসারে সার্টিফিকেট অনাবশ্যক ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

(ঙ) সার্টিফিকেটে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমায় কোন উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকিলে এবং তদ্বারা সার্টিফিকেট রহিত হয়ো সঙ্গত বিবেচিত হইলে।

১৪। খাস আদালতের জজের সার্টিফিকেট প্রদান, অগ্রাহ্য ও রহিতাদেশের বিরুদ্ধে আপীল আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধির প্রণালী অবলম্বনে আপীল চলিবে। আপীল না হইলে ঐ আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১৫। পূর্ব্বে মৃত মালিকের সম্পত্তি সম্বন্ধে সার্টিফিকেট, প্রোবেট কি পরিচালনপত্র প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উহা প্রবল থাকাকালে কোন সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে।

১৬। কোন এষ্টেটের প্রোবেট বা পরিচালনপত্র প্রদত্ত হইলে, উহা এষ্টেটের পাওনা আদায়সংক্রান্ত সার্টিফিকেটকে অতিক্রম করিবে।

প্রোবেট বা পরিচালনপত্র প্রদানকালে মৃত ব্যক্তির পাওনাসংক্রান্ত সার্টিফিকেটের অনুবলে কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকিলে প্রোবেটপ্রাপ্ত একজেকিটার বা পরিচালনকারী দরখাস্তদ্বারা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে।

১৭। উল্লিখিত কারণে সার্টিফিকেট অতিক্রান্ত হইলে বা কোন কারণে উহা অকর্ম্মণ্য বা রহিত হইলে না জানিয়া শুনিয়া যে সমস্ত খাতকান উক্ত সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত সার্টিফিকেটে লিখিত পাওনাসম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছে উহা পরবর্ত্তী সার্টিফিকেট, প্রবোট বা পরিচালনপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে প্রবল গণ্য হইবে।

১৮। এই আইনানুসারে পক্ষদিগের মধ্যে কোন অধিকারের প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়া থাকিলে পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় বা অন্যত্র উহা তাহাদের মধ্যে বাধার কারণ হইবে না। এবং এই আইনের বিধানমূলে মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায়কারীর আইন সঙ্গত প্রাপককে, হিসাব নিকাশ দিবার দায় অক্ষুণ্ণ রহিবে।

১৯। দেওয়ান-শাসন স্টেট্ গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচারদ্বারা কোন বিভাগীয় আদালতকে এই আইনানুসারে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে এবং উহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত স্বীয় এলাকা মধ্যে এই আইনের বিধানমতে খাস আদালতের তুল্যাধিকারে সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন।

২০। কোন-সার্টিফিকেট অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত হইলে সার্টিফিকেট প্রদানকারী আদালতের আদেশে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি উহা ঐ আদালতে দাখিল করিবে।

যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্গত কারণ ব্যতীত ঐরূপ না করে তবে ত্রুটীকারী ১০০০্ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডে কিম্বা ৩ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

২১। অন্যান্য কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী কার্য্যবিধির ন্যায় হইবে এবং আবশ্যক বোধ করিলে খাস আদালত আপীল বিভাগ নোটীশ জারী প্রভৃতি এই আইনসংক্রান্ত বিধানসম্বন্ধে সময় সময় নিয়ম প্রণয়ন ও প্রচার করিতে পারিবেন। উহা স্টেট্ গেজেটে প্রচারিত হইলে আইনের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী আফিস—রাজস্ব বিভাগ

সারকুলার নং ১

শ্রীযুত মন্ত্রী রায় বাহাদুরের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের আদেশমত সদর বিভাগের এলাকাস্থ লাট সোণাই ও খৈয়াজুড়ি বনকর মহালের সরহদ্দস্থিত স্থানে বর্ত্তমান বর্ষের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি প্রচলন করার পক্ষে ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইয়াছে।

উক্ত আইনের ১১ ধারার লিখিতমত জলপথে ও ২৪ ধারার লিখিতমত খুষ্কিপথে বনজবস্তু সংগ্রহের জন্য পারমিটের এবং ১৩ ধারার লিখিত বনজবস্তু রপ্তানীর জন্য ভাটিয়ালের ফরম প্রচার করা আবশ্যক। অতএব ঐ আইনের ৩১ ধারার বিধানমতে শ্রীযুত মন্ত্রী রায় বাহাদুরের অনুমোদন অনুসারে এতদ্বারা উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ফরমের আদর্শ প্রচার করা যায়। অতঃপর উপরিউক্ত বনকর মহাল সম্বন্ধে এই সকল ফরম ব্যবহৃত হইবে।

অবগতি ও আচরণার্থ আদর্শ ফরমের নকলসহ ইহার এক খণ্ড প্রতিলিপি সদর কালেক্টরী আফিসে পাঠান যায়। তথা হইতে সংসৃষ্ট বনকর ঘাটসমূহে ইহা প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

K. C. BISWAS,
নায়েব দেওয়ান।
রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক।

১নং আদর্শ

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

————————বিভাগ———————— বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

১ আইনমতে জলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ।

পারমিট।

ফিস ৴৹ এক আনা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং   সাং

২।   বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৩। ভাটিয়াল গ্রহণকালে এই পারমিট ফেরত দিতে হইবে।

সন ১৩   ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

————————বিভাগ———————— বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

১ আইনমতে জলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ

পারমিট।

ফিস ৴৹ এক আনা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং   সাং

২।   বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৩। ভাটিয়াল গ্রহণকালে এই পারমিট ফেরত দিতে হইবে।

সন ১৩   ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

বিশেষ উপদেশ।

১। অদ্য হইতে এই যাত্রায় বনজবস্তু সংগ্রহ ও তাহা রপ্তানী জন্য ভাটিয়াল গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই পারমিট প্রবল থাকিবে।

২। শাল, গর্জন, তেলর ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু আগর ও সেগুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজ বস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

৩। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৪। এই পারমিটের বলে সংগৃহিত বনজবস্তু স্থলপথে রপ্তানী নিষেধ।

৫। বনজবস্তু আহারণার্থ প্রতি যাত্রার নিমিত্ত একখানা পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। বনকর ঘাটে ভাটিয়াল গ্রহণান্তর এই পারমিট ফেরত দিতে হইবে।

৭। বনজবস্তু আহরণ ও রপ্তানীকালে ভাটিয়াল গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৮। বনজবস্তুর মাশুলের মুদ্রিত লিষ্ট বনকর ঘাটে দ্রষ্টব্য।

৯। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

বিশেষ উপদেশ।

১। অদ্য হইতে এই যাত্রায় বনজবস্তু সংগ্রহ ও তাহা রপ্তানী জন্য ভাটিয়াল গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই পারমিট প্রবল থাকিবে।

২। শাল, গর্জন, তেলর ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু আগর ও সেগুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজ বস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

৩। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৪। এই পারমিটের বলে সংগৃহিত বনজবস্তু স্থলপথে রপ্তানী নিষেধ।

৫। বনজবস্তু আহারণার্থ প্রতি যাত্রার নিমিত্ত একখানা পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। বনকর ঘাটে ভাটিয়াল গ্রহণান্তর এই পারমিট ফেরত দিতে হইবে।

৭। বনজবস্তু আহরণ ও রপ্তানীকালে ভাটিয়াল গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৮। বনজবস্তুর মাশুলের মুদ্রিত লিষ্ট বনকর ঘাটে দ্রষ্টব্য।

৯। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

২ নং আদর্শ

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

——————— বিভাগ ——————— বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

২ আইনমতে স্থলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ।

এক মাসের জন্য পারমিট।

ফিস ২ এক টাকা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং সাং

২। বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিবে।

৩। এই পারমিট বর্ত্তমান মাস পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে। সন

১৩ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

——————— বিভাগ ——————— বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

১ আইনমতে স্থলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ।

এক মাসের জন্য পারমিট।

ফিস ২ এক টাকা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং সাং

২। বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিবে।

৩। এই পাটমিট বর্ত্তমান মাস পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে। সন

১৩ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

বিশেষ উপদেশ

১। শাল, গর্জন, (তেলর) ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু ও আগর প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজবস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

২। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৩। এই পারমিটের বলে সংগৃহীত বনজবস্তু জলপথে রপ্তানী করিলে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল দিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বনজবস্তু আহারণ ও রপ্তানীকালে এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। পারমিটপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি একযোগে মিলিতভাবে বহন করিয়া অথবা কোন যানের সহায়তায় স্থলপথে কোন বনজবস্তু রপ্তানী করিলে তাহাদিগকে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে জলপথে রপ্তানী জন্য নির্দ্ধারিত হারে মাশুল আদায় করিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

বিশেষ উপদেশ

১। শাল, গর্জন, (তেলর) ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু ও আগর প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজবস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

২। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৩। এই পারমিটের বলে সংগৃহীত বনজবস্তু জলপথে রপ্তানী করিলে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল দিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বনজবস্তু আহারণ ও রপ্তানীকালে এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। পারমিটপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি একযোগে মিলিতভাবে বহন করিয়া অথবা কোন যানের সহায়তায় স্থলপথে কোন বনজবস্তু রপ্তানী করিলে তাহাদিগকে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে জলপথে রপ্তানী জন্য নির্দ্ধারিত হারে মাশুল আদায় করিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

৩নং আদর্শ

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

বিভাগ বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

১ আইনমতে স্থলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ।

তিন মাসের জন্য পারমিট।

ফিস ১৷৷০ দেড় টাকা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং সাং

২। বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিবে।

৩। এই পাটমিট বর্ত্তমান মাস সহ তিন মাস কাল প্রবল থাকিবে।

সন ১৩ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

স্বাধীন ত্রিপুরা।

নম্বর

বিভাগ বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের

১ আইনমতে স্থলপথে বনজবস্তু সংগ্রহার্থ।

তিন মাসের জন্য পারমিট।

ফিস ১৷৷০ দেড় টাকা।

১। পারমিট গৃহীতা শ্রী

পিং সাং

২। বনকর মহালের সরহদ্দ মধ্যে বনজবস্তু সংগ্রহ করিবে।

৩। এই পাটমিট বর্ত্তমান মাস সহ তিন মাস কাল প্রবল থাকিবে।

সন ১৩ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

বিশেষ উপদেশ

১। শাল, গর্জন, (তেলর) ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু ও আগর প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজবস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

২। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৩। এই পারমিটের বলে সংগৃহীত বনজবস্তু জলপথে রপ্তানী করিলে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল দিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বনজবস্তুর আহরণ ও রপ্তানীকালে এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। পারমিটপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি একযোগে মিলিতভাবে বহন করিয়া অথবা কোন যানের সহায়তায় স্থলপথে কোন বনজবস্তু রপ্তানী করিলে তাহাদিগকে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে জলপথে রপ্তানী জন্য নির্দ্ধারিত হারে মাশুল আদায় করিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

বিশেষ উপদেশ

১। শাল, গর্জন, (তেলর) ধুনা, নাগেশ্বর, রবার, দেবদারু ও আগর প্রভৃতি নিষিদ্ধ বৃক্ষ, বানিয়াতি মহালের অন্তর্গত বৃক্ষ, লতা বা তাহার ফল, ফুল ও ত্বকাদি এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোন বনজবস্তু এই পারমিটির বলে ছেদন ও আহরণ নিষেধ।

২। এক ব্যক্তির গৃহিত পারমিট অন্য ব্যক্তির ব্যবহার নিষেধ।

৩। এই পারমিটের বলে সংগৃহীত বনজবস্তু জলপথে রপ্তানী করিলে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল দিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বনজবস্তুর আহরণ ও রপ্তানীকালে এই পারমিট সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। পারমিটপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি একযোগে মিলিতভাবে বহন করিয়া অথবা কোন যানের সহায়তায় স্থলপথে কোন বনজবস্তু রপ্তানী করিলে তাহাদিগকে পারমিট ফিসের অতিরিক্তরূপে জলপথে রপ্তানী জন্য নির্দ্ধারিত হারে মাশুল আদায় করিয়া ভাটিয়াল গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ ও দণ্ডের কথা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন অর্থাৎ বনজবস্তু সংক্রান্ত বিধি পাঠে জানা যাইবে।

৪ নং আদর্শ

স্বাধীন ত্রিপুরা

ক্রমিক নং পারমিট নং

বিভাগ বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনমতে বনজবস্তু রপ্তানীর

ভাটিয়াল।

রপ্তানীকারী শ্রী

পিং সাং

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	দাগ	সংখ্যা	মাশুলের হার	মাশুল

মং টাকা আনা পাই মাশুল দাখিল করার পারমিট ফেরত লইয়া এই ভ্যাটিয়াল দেওয়া গেল, ইতি সন ৩১ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। নির্দ্ধারিত মাশুলের মুদ্রিত লিষ্ট বনকর ঘাঠে দ্রব্যে, তদনুসারে মাশুল দিতে হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা

ক্রমিক নং পারমিট নং

বিভাগ বনকর ঘাট।

১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনমতে বনজবস্তু রপ্তানীর

ভাটিয়াল।

রপ্তানীকারী শ্রী

পিং সাং

ক্রমিক নম্বর	বনজবস্তুর নাম	দাগ	সংখ্যা	মাশুলের হার	মাশুল

মং টাকা আনা পাই মাশুল দাখিল করার পারমিট ফেরত লইয়া এই ভ্যাটিয়াল দেওয়া গেল, ইতি সন ৩১ ত্রিং, তাং

বনকর ঘাটের কার্য্যকারক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। নির্দ্ধারিত মাশুলের মুদ্রিত লিষ্ট বনকর ঘাঠে দ্রব্যে, তদনুসারে মাশুল দিতে হইবে।

সদর ডিভিসনের এলাকাধীন

লাট সোণাই ও খৈয়াজুড়ি নদীর বনকর মহালের জলপথে রপ্তানীকৃত

বনজবস্তুর মাশুলের লিষ্ট।

(১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের ১২ ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত।)

বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।	বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।	বনজদ্রব্যের নাম।	মাশুল।
ঢুলু বাঁশ ৯ হাতি প্রতি হাজার....	৫	পাড়ুয়া মুলি ১৫ হাতি প্রতি হাজার	৯	ছনের মরকোম পারলী মধ্যম রকম	
ঐ বাঁশ ৬ ও ৭ হাতি „	৩	ঢুলু বাঁশ ১৫ হাতি „	৭৷৷০	বোঝাই	৫৷৷০
মৃত্তিঙ্গা বাঁশ „	২৷৷০	কাইক্ষা মুলি বাঁশ	৭৷৷০	ছনের মরকোষ পারলী ছোট রকম	
মুলি বাঁশ ৮ হাতি সরস ...	২৵	মৃত্তিঙ্গা বাঁশ ১২ হাতি	৭৷৷০	বোঝাই	৩৵০
ঐ নীরস	১৷৷০	সুন্দরকান্দ বাঁশ ১২ হাতি প্রতিগেট	৵৩	ছনের অতি বড় মরকোষ নৌকা	
মুলি বাঁশ ৭ হাতি সরস	১৷৷০	পারলি ছন প্রতি ভার	৷৷০	বোঝাই	১০৵০
ঐ নীরস	১৵৷৷০	ছন প্রতি কামলা ৮ দিনের কাজের	৵০	ছনের বড় ভূড় যাহা নদীর দ্বারা	
১০ হাতি মুলি বাঁশ প্রতি হাজার	৩৵০	ঐ ৬ ঐ	৷৷৵০	ভাসাইয়া নেয়	১০৵০
১৫ হাতি „ „ „	৭	ঐ ৫ ঐ	৷৷৵০	ছনের মধ্যম ভূর যাহা নদী দ্বারা	
				ভাসাইয়া ন্যায়	৫৵০
ওয়াই মুলি „	১৩৷৷০	ঐ ২ ঐ	১৵০	ঐ ছোট রকম	৩৵০
পাড়ুয়া মুলি ,,,	৫।৷৷০	টেঙ্গরা বাঁপ্রতি হ'জার	৷৷০৵০	গাল্লা ছন প্রতি হাজার	৫৵০

বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।
জারুলের তক্তা প্রতি কুড়ি	৬।।০
উত্তম রকমের জারুলের তক্তা প্রতি গোট	।০
জারুলের বড় গাছ	৪।০
ঐ মধ্যম রকম গাছ	৩। ৯০
ঐ ছোট রকম গাছ	১।।০
উত্তম রকমের গুয়া বৃক্ষ ...	১।।০
রঙ্গি বৃক্ষ (বড়) প্রতি গোট ...	৯।।০
রঙ্গি বৃক্ষ (ছোট) প্রতি গোট ...	১।।০
মাহুতি বৃক্ষ (বড়)	২৯০
ঐ ছোট বৃক্ষ	১।।০
চাপলাইস বৃক্ষ (বড়)	৪্
ঐ ছোট রকম	২।০
বাজনা বড় বৃক্ষ	২্
বাজনা ছোট বৃক্ষ	৪০
নদীর বেগের সমান পুরাতন বাঁশ গাছ	
লাকড়ী ভাসাইয়া নেওয়া জিনিস ধৃত	

বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।
করই ছোট বৃক্ষ „	।।০
সেণাল বড় বৃক্ষ প্রতি গোট	২
ঐ ছোট বৃক্ষ	১
মজুরী, হাওয়াল, জাম গয়রহ বাজে আকাঠা পার্ব্বত্য বৃক্ষ প্রতি গোট	১।১০
উত্তম রকমের তুলা গাছ এবং চামি রামি বৃক্ষ প্রতি গোট	১।।০
গাম্ভারী বড় বৃক্ষ	৩
ঐ ছোট বৃক্ষ	১।।০
চামল বৃক্ষ বড়	৪।
চামল বৃক্ষ ছোট	২
কোষ নৌকা ছোট প্রতিখান ও ছোট আকাঠ নৌকা	।।০
কোন্দা নৌকা ঘাটে বিক্রয় করতঃ স্থির হইবে, তাহার প্রতি টাকাতে	।।০
মরকোষ নৌকা ছোট রকম বোঝাই	২।০
মরকোষ নৌকার বড় রকম কাঁচা পালা	

বনজদ্রব্যের নাম।	মাশুল।
সুকাষ্ঠের কোন্দা ঘাটে নামাইলে যে মূল্য স্থির হয়, তাহার টাকা প্রতি।	৯০
ঐ নিয়মে আকাঠা নৌকা	।০
আস্ত গাছের নৌকার তলী প্রকাশ্য কোন্দা নৌকা ঘাটে নামাইলে যে মূল্য স্থির হয়, তাহার প্রতিটাকাতে	১।০
কালীবক্কল, ফাইমালা, কাজিকারার ছিলা পালা বড় প্রতি গোট	১
কালীবক্কল, কাইমালা, কাজিকারার ছিলা পালা ছোট প্রতি গোট	।।
তখার বাকলসহ (বড়)	।।০
তথার বাকলসহ (ছোট)	।০
ফৌতি কাষ্ঠ ১৪ হাত দীর্ঘ	।৯০
লাকড়ী নেয় তাহার প্রতি ভুর	১।।০
মলুয়ার জোড়া প্রতি	৩
মলুয়ার চাটী প্রতি গেট	৯

বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।
কারিগণ হইতে মূল্যের প্রতি	
লাকরি এক এক কামলা	।০
ইক্ষু রস লওয়ার গাছ প্রতি গোট	১।।০
পীড়ি প্রতি খান	।০
গাছ পীড়ি প্রতি খান	১।৯০
অঙ্গার বড় নৌকা প্রতি বোঝাই	৫।০
ঐ মধ্যম রকম	৪
অঙ্গার ছোট ঐ রকম	৪।১০
অতি বড় মরকোষ নৌকা কোন্দা বোঝাই লাকড়ী	৫।।৭
অত বড় মরকোষ নৌকা কোন্দা লাকড়ী মধ্যম বোঝাই	৩/০

বনজ দ্রব্যের নাম।	মাশুল।
বোঝাই প্রতি	৩।০
ঐ মধ্যম রকম বোঝাই প্রতি	২৯
ঐ ছোট রকম	১।০
বাতা এক এক কামলা	।।০
খাগরা নল এক এক কামলা	।৯০
নলের ভুর প্রতি পণ	১।০
এল পাতার কাঁচা বোঝাই প্রতি	১।।০
তথার শুষ্ক পাতার	।।৯০
মোত্রার বেত প্রতি বোঝা	১।।০
গোল্লা বেত ১০ হাতি প্রতি মোড়া	।।৯০
জালি বেত প্রচি মোড়া	/৬

বনজদ্রব্যের নাম।	মাশুল।
বড় ধারী প্রতি গোট	৬
ছোট ধারী	৩
পেটরা বড় রকম	০
ঐ মধ্যম রকম	৬
ঐ ছোট রকম	৩
বড় ঢুলু বাঁশ প্রতি গেট	০
ঐ ছোট বাঁশ	৬
উক্ত লিস্টের নিরেখ ব্যতীত উক্ত পর্ব্বজাত দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুতি জিনিসাতের মূল্য যত টাকা স্থির হয়, তাহার প্রতি টাকাতে ৯০	

স্বাধীন ত্রিপুরা—রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী-আফিস—রাজস্ব-বিভাগ।
সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ

K. C. BISWAS
নায়েব নেওয়ান।